কালের কণ্ঠ

তারিখ 14 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

পদত্যাগ করলেন জাবি উপাচার্য ড. আনোয়ার

জাবি প্রতিনিধি ▶

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আনোয়ার হোসেন পদত্যাগ করেছেন। গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক আবু বকর সিদ্দিক এবং উপাচার্য ড. আনোয়ার হোসেন কালের কণ্ঠকে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

উপাচার্য পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পর তাঁর ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

পদত্যাগ করলেন জাবি

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

সহধর্মিণী আয়েশা আকতার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের রেখে যাওয়া আসবাব নিতে এসে আন্দোলনরত শিক্ষকদের হাতে হয়রানি ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বিকেল ৩টার দিকে তিনি ক্যাম্পাসে এসেছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৫ ডিসেম্বর শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখে উপাচার্য ও তাঁর সহধর্মিণী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। এরপর ৯ ডিসেম্বর আন্দোলনকারী শিক্ষকরা উপাচার্যকে ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তাঁর বাসভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন।

গতকাল সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক আবু বকর সিদ্দিককে সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন ড. আনোয়ার হোসেন।

এ তথ্যের সত্যতা স্বীকার করে ড. আনোয়ার হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. আনোয়ার হোসেন ২০১২ সালের ১৭ মে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ পান। এরপর ২০ জুলাই উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে তিনি আবার উপাচার্য হিসেবে পুনর্নিয়োগ পান।

তবে ড. আনোয়ারের বিরুদ্ধে ১৩টি অভিযোগ এনে তাঁর পদত্যাগ চেয়ে গত ১১ মাস ধরে আন্দোলন করে আসছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, সাধারণ শিক্ষক ফোরাম, শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরাম।

এদিকে উপাচার্যের পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর তাঁর সহধর্মিণী আয়েশা আকতার উপাচার্যের বাসভবনে রেখে যাওয়া আসবাব ও অন্য জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য সেখানে যান। কিন্তু আন্দোলনকারী শিক্ষকরা উপাচার্যের বাসভবনে যে তালা মেরেছিলেন তার চাবি দিতে গড়িমসি করেন। রাত প্রায় ৯টার দিকে এ প্রতিবেদন লেখার সময় আয়েশা আকতার উপাচার্যের বাসভবনের সামনে চাবির জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

এ বিষয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. আমির হোসেনের কাছে জানতে চাইলে তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'চাবি দেওয়ার সিদ্ধান্তটি ঐক্য ফোরামের সব শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া হবে।' আয়েশা আকতার আন্দোলনকারী শিক্ষকদের এমন আচরণকে সন্ত্রাসীমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'তিনি (উপাচার্য ড. আনোয়ার) তো পদত্যাগ করেছেন। তাহলে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেন নিতে দেওয়া হচ্ছে না।' দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে সব ধরনের জিনিসপত্র বাসভবন থেকে নিয়ে যাবেন বলেও তিনি জানিয়েছেন।